দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 23 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্যোগ

প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা হবে শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার কারিগরি স্কুল স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতানুগতিকভাবে কাজ চালিয়ে গেলে কখনো শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে পৃঃ২ কঃ৭

প্রতিটি উপজেলায় একটি

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

জোর দিতে হবে। এজন্য মানসম্মত শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি দেশের শিক্ষকদের আর্থিক সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, শিক্ষকরা খুব কম বেতন পাচ্ছে। এ কারণে মেধাবীরা এ পেশায় আসছে না। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে সরকার কাজ শুরু করেছে।

গতকাল (বুধবার) রাজধানীর আগারগাঁওস্থ এলজিইডি মিলনায়তনে 'এডুকেশন ফর অল (ইএফএ) গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট-২০০৯' পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। সভায় ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. মালামা ম্যালিশিয়া, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. কাজী সালেহ আহমেদ, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউএসএ-এর পরিচালক (শিক্ষা) এম হাবিবুর রহমান, প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও শতভাগ ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, শুধু প্রাথমিক স্তরে নয়, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী অধিকমাত্রায় ঝরে পড়ছে।

সভায় এডুকেশন ফর অল গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট-২০০৯ এর তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, বিশ্বে কয়েকটি দরিদ্রতম দেশে স্কুলে প্রবেশ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে দ্রুত অগ্রগতি এবং জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসকরণে অপ্রত্যাশিত উন্নতি লাভ করেছে। তবে সার্বিকভাবে ডাকারের অঙ্গীকারসমূহ পূরণে অগ্রগতি এখনো মন্থর অসম। অধিকমাত্রায় অসমতা, শিক্ষা এবং ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। মনিটরিং রিপোর্টে বলা হয়, ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ১৪ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে ছিল। ২০১৫ সালেও ৩ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে থাকবে।

এদিকে, গতকাল এনসিটিবি মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পেছনের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের সফলতার লক্ষ্যে যথাযথভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় মন্ত্রী বলেন, বিগত নির্বাচনে জনগণ এ সরকারের এক বিশাল প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্য পূরণে শিক্ষা হবে অন্যতম হাতিয়ার। তিনি আগামী প্রজন্মকে বিশ্বমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব ধারায় দক্ষ করে তুলতে সুচিন্তিত যুগোপযোগী পাঠ্যপুস্তক উপহার দিতে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।